সংবাদ

তারিখ 04 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

# প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর চাঁদা আদায় নিয়ে বদরগঞ্জে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ

- উপজেলা চেয়ারম্যানের বাড়িতে হামলা
- থানায় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

রুহুল আমিন সরকার, বদরগঞ্জ (রংপুর)

রংপুরের বদরগঞ্জে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর চাঁদা আদায়কে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় ছাত্রলীগের একাংশের দু'কর্মী আহত হলে বিক্ষুব্ধ ছাত্রলীগ কর্মীরা অপরাংশের এক নেতার ওপর চড়াও হন। এ সময় ওই ছাত্রলীগ নেতা উপজেলা চেয়ারম্যানের বাড়িতে আশ্রয় নিলে বিক্ষুব্ধরা সেখানেও হামলা চালায়। তবে এতে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় বদরগঞ্জ থানায় পাল্টাপাল্টি অভিযোগ হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের ৬৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে চাঁদা আদায়ে নামে ছাত্রলীগের উপজেলা চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ সরকার বিটু সমর্থক গ্রুপ। একইভাবে চাঁদা আদায়ের জন্য বিভিন্ন দফতরে বার্তা পাঠায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়া রংপুর-২ (বদরগঞ্জ-তারাগঞ্জ) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ডিউক চৌধুরী সমর্থক ছাত্রলীগের আরেকটি গ্রুপ। এ গ্রুপটি এলাকায় ডিউক গ্রুপ নামে পরিচিত। একই বিষয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের চাঁদা চাওয়ায় বিপাকে পড়েন সরকারি কর্মকর্তা ও সাধারণ ব্যবসায়ীরা। এ কারণে কৌশলে ডিউক গ্রুপ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ আনেন বিটু গ্রুপের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় বিটু গ্রুপ ক্ষিপ্ত হয়ে ডিউক গ্রুপের ছাত্রলীগ কর্মী রকেট ও আলভীকে মারধর করে। খবর পেয়ে ডিউক গ্রুপের ছাত্রলীগ কর্মীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে বিটু গ্রুপের ছাত্রলীগ নেতা ইমরান আলীকে ধাওয়া করে। তিনি আশ্রয় নেন উপজেলা চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ সরকার বিটুর সিও রোডের বাড়িতে। তখন ডিউক গ্রুপের ছাত্রলীগ কর্মীরা ওই বাড়িতে হামলা চালান। এ সময় বাসার পাশে বিটু গ্রুপের ছাত্রলীগ কর্মী ফিরোজ মিয়ার স্ত্রীর মালিকানাধীন বিউটি পার্লারে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। তবে সেসময় উপজেলা চেয়ারম্যান বাসায় ছিলেন না। তখন বাসায় ছিলেন তার বড়ভাই ও বদরগঞ্জ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ বিমলেন্দু সরকার। তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ইমরান উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি। তিনি বিটু সমর্থক হওয়ায় ডিউক সমর্থক ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা তাকে টার্গেট করেছে। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, রাজনীতিতে ভিন্নমত থাকতেই পারে। কিন্তু তিনি তো ছাত্রলীগ করেন। তিনি ভিন্নমত পোষণ করেছেন বলে তাকে ধাওয়া খেতে হবে কিংবা বাড়িতে হামলা হবে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করা হবে, এটা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এ ব্যাপারে ডিউক চৌধুরীর সঙ্গে সেলফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার জন্য বিটু গ্রুপকে দায়ী করেন। তবে তিনি এও বলেন, কারো বাসায় হামলা করা কোনভাবেই ঠিক হয়নি। তিনি এ ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন বলে জানান।

এদিকে ঘটনার পর ডিউক সমর্থক গ্রুপের ছাত্রলীগ নেতা রবিউল ইসলাম রুবেল বিটু সমর্থক গ্রুপের ৭ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে বদরগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে তিনি বলেছেন, ইমরান ও রায়হান শিবির ক্যাডার হওয়ায় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের নির্দেশে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সম্পাদক পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে উপজেলা ছাত্রলীগ ও পৌর ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত করেছেন।

অন্যদিকে বিটু গ্রুপের ছাত্রলীগ কর্মী ফিরোজ মিয়ার স্ত্রী লায়লা আরজুমান তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় ডিউক গ্রুপ ছাত্রলীগের ৫ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে তিনি ২ লাখ ২৩ হাজার টাকা ক্ষয়-ক্ষতির কথা উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে থানায় যোগাযোগ করা হলে ওসি (তদন্ত) মামুন-অর রশিদ বলেন, বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্ত শেষে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।